চুয়াডাঙ্গায় পুঁতে রাখা ৭টি ল্যান্ডমাইন ধ্বংস করল সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি ভুট্টার জমিতে সেচ নালা তৈরির সময় উদ্ধার হওয়া সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করেছেন সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা। উদ্ধারের ২৯ দিন পর শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদরের মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে বিকট শব্দ ও কম্পনের মধ্য দিয়ে ল্যান্ডমাইনগুলো ধ্বংস করা হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসব স্থলমাইন পুঁতে রেখেছিল।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের কৃষক হযরত আলীর মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে একটি চাষের জমি রয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নালা (ক্যানাল) তৈরির কাজ করছিলেন। এ সময় তার কোদালের আঘাতে তিনটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন বেরিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকাটি পুলিশ পাহারায় ঘিরে রাখা হয়।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি সেনাবাহিনীকেও অবহিত করা হয়। এরপর শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর ৫৫ রেজিমেন্ট, যশোর ইউনিটের ১৫ সদস্যের একটি বোম্ব ডিসপোজাল দল ক্যাপ্টেন রিফাতুল ইসলামের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেখান থেকে একে একে মোট সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন উদ্ধার করা হয়।

দুপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলটি প্রথমে চারটি এবং পরে বাকি তিনটি ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করে। এ সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও বিকট শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করা স্থানগুলো বড় গর্তে পরিণত হয়। অভিযান চলাকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেত থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারত থেকে আসা এসব অস্ত্র গুলি গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগেই তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী। আজ রবিবার ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর অভিযান সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র ও গুলি পাচার করে এনে তা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারকারীরা অস্ত্র ও গুলি সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে ফেলে রাখে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্রের গন্তব্যে ও সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে ছক করা হয়।

গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি নিলয় ও ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হান পৃথক দুটি দল নিয়ে ভোরে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় একটি ব্যাগের মধ্যে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি ওয়ান সুটারগান, একটি বিদেশী পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।

মুজিবনগরে অবৈধ অস্ত্রসহ অনলাইন জুয়ার হোতা ‘কটা’ আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রাম থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ বিল্লাল হোসেন ওরফে কটা (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। বুধবার ভোরে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের একটি টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

জানা যায়, ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের দিকে মেজর এম এ এন রওশন আলমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যরা যতারপুর গ্রামের মৃত মাদার আলী বিশ্বাসের ছেলে বিল্লাল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালান। অভিযানের সময় তার শয়নকক্ষের ওয়ারড্রোব থেকে ৭.৬৫ মি.মি. একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুই রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।

সামরিক সূত্র ও স্থানীয়দের দাবি, বিল্লাল হোসেন ওরফে কটা এলাকায় অনলাইন জুয়ার অন্যতম মূল হোতা হিসেবে পরিচিত। অনলাইন জুয়া ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগে এর আগেও তার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা হয়েছে। একই অভিযোগে তাকে ঢাকায় সিআইডি দপ্তরে তলব করা হয়েছিল বলেও জানা গেছে। উদ্ধার করা অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, আটক বিল্লাল হোসেন একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে চোরাচালান, মানি লন্ডারিং, অনলাইন বেটিং ও ক্যাসিনো ব্যবসা, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি ৭.৬৫ মি.মি. পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ), একটি ম্যাগাজিন ও দুই রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান (পিস্তল), তিন রাউন্ড গুলি ও তিনটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

শনিবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গাংনীস্থ সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভাটপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে নামে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অপরাধচক্রটি পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ও গুলি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সেনাবাহিনীর হানা, পিস্তল, গুলি ও গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল সোমবার রাত ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মহাজনপুর কবরস্থানের পাশে একটি আমবাগানে সেনাবাহিনীর একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় ডাকাত দল সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে আমবাগানে অবস্থিত একটি ছাপড়ি ঘর থেকে ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল, ১টি লাইভ অ্যামুনিশন এবং ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র, অ্যামুনিশন এবং গাঁজা পরবর্তীতে মুজিবনগর থানায় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি দল রবিবার (১২ অক্টোবর) রাত ২ টা থেকে ভোর সোয়া চারটা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন এলাকায় এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বিষয়খালী গ্রামের লতিফ মিয়ার ছেলে কালু (৪০) এবং সুলতান শেখের ছেলে বাদশা (৪৮) কে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল এবং ১টি শটগান উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে কালু তার কাছে অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য থাকার কথা স্বীকার করে।

এ সময় আরও দুটি শটগান এমোনেশন, তিনটি ওয়ান স্যুটার এমোনেশন, তিনটি হাত বোমা ও ২ টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। আটক কালু তার সহযোগী বাদশা-র সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে। পরবর্তীতে যৌথ বাহিনী বাদশার বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। বাদশা পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ঘিরে ফেলা হয় এবং তাকেও আটক করা হয়। পরবর্তীতে আসামিদেরকে থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয় ।

ঝিনাইদহ সেনা ক্যাম্প কমান্ডার জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা নিয়েই সেনাবাহিনী সমাজ থেকে অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূলে নিরলসভাবে কাজ

করে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দুই বছরের কাজ ১৩ বছরেও শেষ হয়নি কেরুর আধুনিয়াকায়ন প্রকল্পের কাজ

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর আধুনিকায়ন প্রকল্পটির কাজ ২০১২ সালে শুরু হয়ে ২০১৪ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দীঘ ১৪ বছরেও প্রকল্পের কাজটি শেষ হয়নি।

ফলে ভারতীয় প্রকৌশলীরা সহ ২২ জনকে বসে বসে ডলারে বেতন গুনছে কতৃপক্ষ।

জানা গেছে, প্রথমে দুই বছর সময় বেঁধে দিয়ে ২০১২ সালে ‘বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড’ নামে প্রকল্পটির অনুমোদন দেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেক পুরোনো এই চিনিকলটির আধুনিকায়ন এবং আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে তখন খরচ ধরা হয়েছিল ৪৬ কোটি টাকা। কিন্তু সে সময়ে তো হয়নি বরং একবার নয়, দুইবার নয় সাতবার সংশোধন করে সময় বাড়ানো হয় ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। খরচ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে দাড়িয়েছে ১০২ কোটি টাকায়। তার পরও ১৪ বছরে শেষ হয়নি প্রকল্পটির কাজ। তাই বাকি কাজ শেষ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলে সম্প্রতি একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের জুনে পুরো কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ১৭ আগস্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অষ্টমবারের মতো সংশোধনের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)।

পরিকল্পনা কমিশন ও শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান।এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে দর্শনায় স্থাপন করা হয়। শুরুতে দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ছিল ১ হাজার ১৬ মে. টন। পরে ক্ষমতা কমে গেলে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিমিটেডের। সুগার ইউনিট প্রতিস্থাপন, চিনিকলটির আখ মাড়াই, চিনি উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রসেস লস ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড’ প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয় ২০১২ সালের ২০ এপ্রিল। খুবই পুরোনো কেরু অ্যান্ড কোং চিনিকলকে আধুনিকায়ন এবং আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যেই প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

শুরুতে ২০১২ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুনের মধ্যে শেষ করার জন্য একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। তখন খরচ ধরা হয়েছিল ৪৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। কিন্তু দুই বছরে কাজের কাজ হয়নি। পরে সংশোধন করে এক বছর সময় বাড়ানো হয়। তাতেও কাজ শেষ হয়নি। এরপর দেড় বছর সময় বাড়িয়ে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়। তারপরও কাজ না হওয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আবার সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবটি পাঠানো হলে তা যাচাই করতে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা হয়। সভায় কিছু ব্যাপারে আপত্তি করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সংশোধন করে পাঠানো হলে ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। তখন এক লাফে সাড়ে তিন বছর সময় বাড়িয়ে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ধরা হয়। একই সঙ্গে খরচ দ্বিগুণের বেশি বাড়িয়ে ধরা হয় ১০২ কোটি ২১ লাখ টাকা। খরচ বাড়ে ১২০ শতাংশ। কিন্তু তাতেও হয়নি পুরো কাজ। এরপর প্রতিবছর সংশোধন করে প্রতিবারে এক বছর করে সময় বাড়ানো হয়; যার মেয়াদ ছিল ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। এভাবে প্রকল্পটির মেয়াদ একের পর এক বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যন্ত সাতবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কিন্তু এই ১৪ বছরে খরচ করা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৭৮ দশমিক ৩২ শতাংশ। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি চালিয়ে গত ১৫ থেকে ১৬ মার্চ শুধু ওয়াটার ট্রায়াল রান সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় আখ মাড়াই তথা চিনি উৎপাদনের জন্য ৫০ শতাংশ কার্যকর হয়েছে। তাই বাকি কাজ শেষ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আবার উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হলে আইএমইডির মতামত নিতে বলা হয়।

আইএমইডি তার মতামতে বলেছে, প্রকল্পটি দীর্ঘদিন থেকে চলমান। কিন্তু কাজ শেষ পর্যায়ে। তাই বাকি কাজ শেষ করার জন্য এক বছর সময় বাড়ানো যেতে পারে। এরপর আর সময় বাড়ানো যাবে না। একই সঙ্গে কোনো খরচও বাড়ানো যাবে না। আইএমইডির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন সব কিছু যাচাই করে একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের আগে মতামতে বলেছে- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চিনিকলের আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আখ মাড়াই ও চিনি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের মাধ্যমে চিনিকলের প্রসেস লস কমে যাবে। ফলে জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। সম্পূর্ণ মাড়াই মৌসুমে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের মাধ্যমে ট্রায়াল রান সম্পন্ন করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো যেতে পারে।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২৬) প্রকল্পটিতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের প্রায় সব কাজ শেষ হলেও গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তন হলে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা আসেননি। প্রোডাকশন ট্রায়াল রান সম্ভব হয়নি। এ কারণে সময় বাড়ানো ছাড়া বিকল্প ছিল না। প্রকল্পটির খরচ অপরিবর্তিত থাকলেও মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে বাস্তবায়ন শেষে আখ মাড়াই ও চিনি প্রক্রিয়াকরণে যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রসেস লস কমবে, উৎপাদন বাড়বে এবং স্থানীয় কৃষি ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কেরুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন,কাজ এখনও বুঝিয়ে দেয়নি কাজ বুঝিয়ে দিলে আমরা তা বুঝ করে নিব।
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) রশিদুল হাসানের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোনটি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পযন্ত প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ কেরুর বিএম আর প্রকল্পের কাজ পরিদশন করেন মেজর জেনারেল নাহিদ আজগার, ব্রিগেডিয়ার সাজ্জাদ হোসেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলামিন হোসেনসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৯ সদস্যর একটি টিম।

কোচিং সেন্টারে মিলল বিপুল অস্ত্র-বিস্ফোরক, ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী

রাজশাহী নগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকায় একটি বাড়ি থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরি সরঞ্জাম উদ্ধারের পর বাড়িটি ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী। ওই বাড়িতে অবস্থিত ‘ডক্টর ইংলিশ’ নামের একটি কোচিং সেন্টারে এ অভিযান চালানো হয়। পাশাপাশি বাড়িটি ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনীর ৪০ ইস্ট বেঙ্গলির একটি দল।

অভিযানে সংশ্লিষ্ট সেনাবাহিনীর একটি সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে দুটি বিদেশি এয়ার গান, একটি রিভালবার, একটি কার্তুজ, তিন বক্স ইয়ারগানের শিশা, দেশীয় অস্ত্র, জিপিএস, ওয়াকিটকি, বাইনোকুলার, বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম, মাদকদ্রব্যসহ আরো বহু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে এখন পর্যন্ত ৪০ ইস্ট বেঙ্গলির কোনো কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করেননি।
এ বিষয়ে রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, সেনাবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি কোনো তথ্য জানেন না। তবে তারা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করলে বিস্তারিত জানানো হবে।

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে

সাংবাদিক রউফ, গণধোলাই শেষে সেনাবাহিনীকে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে পল্লী চিকিৎসকের কাছে দ্বিতীয় দফায় চাঁদাবাজি করতে গিয়ে আব্দুর রউফ (৫০) নামের এক কথিত সাংবাদিককে গণধোলাইয় শেষে সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গরছে।

আটকের পর আব্দুর রউফ নিজেকে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দেন এবং পরিচয় পত্র দেখান।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতোয়ার রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদ জানান, কথিত ওই সাংবাদিক আমার চেম্বারে গতকাল এসে সিভিল সার্জন এবং জেলা প্রশাসনের নাম করে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিশ হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যাায় সে আবারো চেম্বারে আসে। এবার সে বলে, আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সিভিল সার্জন এবং ডিসি অফিসে গেছে। সিভিল সার্জনকে ঠেকাতে হলে বিশ হাজার টাকাতে হবেনা। আবারও টাকা দিতে হবে। এক পর্যায়ে সে আরও ভয়ভীতি দেখায়। এঘটনার পর আমরা গাংনীর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে আব্দুর রউফ নামে কোনো সাংবাদিক আছে কিনা। তারা জানান, এই নামে কোনো সাংবাদিক নেই। এরপর আমরা তার কাছ থেকে পরিচয় পত্র দেখতে চাই। এক পর্যায়ে সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের পরিচয় পত্র দেখান। পরে স্থানীয় জনতা তাকে গণপিটুনি দিয়ে গাংনী সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেন।

এঘটনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে গাংনী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে জানা গেছে, কথিত ওই সাংবাদিক আব্দুর রউফের বাড়ি ভারতে। সে বৈবাহিক সূত্রে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াতে বসবাস করে আসছেন। সে প্রথমদিকে নিজেকে চিকিৎসক দাবি করতেন। নিজের নামের সাথে ডাক্তার যুক্ত করে ডাক্তার আব্দুর রউফ লিখতেন। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় ও ভূয়া ডাক্তারখানা বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে সে নিজেকে সাংবাদিক বনে যান। ২০২৩ সালে মেহেরপুর শহরের এক সার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি করে। পরে সেটি ফেসবুকে ভাইরাল হলে ওই সার ব্যবসায়ীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। গত বছরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে চাঁদাবাজি করেন। পরে তিনি থানায় অভিযোগ দিলে পা ধরে মাফ চান এবং টাকা ফেরত দিয়ে আসেন।

স্থানীয়রা আরও জানান, আব্দুর রউফ এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্লিনিকসহ বিভিন্ন স্থানে চাঁদা দাবী করে আসছেন। সূর্যোদয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তিনি চাঁদাবাজীতে লাগামছাড়া হয়েছেন। বিভিন্ন অফিস-দপ্তরে গিয়ে নানা ধরণের হুমকি-ধামকি দিয়ে চাঁদা দাবী করে আসছেন। চাঁদা না দিলে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সংবাদও প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে।

আজ শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কের মাঝখানে একটি ইপিলইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়।

২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর রাব্বি এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিয়মিত একটি টহল দল পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে টহল দেওয়ার সময় অজ্ঞাত কিছু লোক সেনাবাহিনীর টিমকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরি

ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে ।